সমাজসেবা অধিদফতরাধীন পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রমের আওতায় ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে সম্প্রসারণ ও জোরদারকরণ সংশ্লিষ্ট মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশনা।

১. পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রমের কৌশলগত উদ্দেশ্য :

১. সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি;
২. নারীর ক্ষমতায়ন, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধি;
৩. সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদান এবং
৪. নারীদের সুসংগঠিত করে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করা।

২. ইউনিয়ন ও মাতৃকেন্দ্রের গ্রাম নির্বাচন পদ্ধতি :

১. তুলনামূলকভাবে অনুন্নত ও আর্থ-সামাজিক অবস্থায় পিছিয়ে পড়া এলাকাকে মাতৃকেন্দ্রের গ্রাম নির্বাচনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে;
২. যে সমস্ত গ্রামে সরকারি অথবা বেসরকারি পর্যায়ে কোনো দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি নেই কিংবা তুলনামূলক কম, ঐ সকল গ্রামকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে;
৩. পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য গ্রাম নির্বাচন চূড়ান্ত করতে হবে;
৪. পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালার আলোকে নির্বাচিত গ্রামের পরিবার জরিপ (আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিবরণী) সম্পাদন করতে হবে।

৩. মাতৃকেন্দ্র গঠণ :

১. ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে সম্প্রসারণকৃত উপজেলাসমূহে মাতৃকেন্দ্রের সংখ্যা ১০ টি থাকবে।
২. পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রমের ৬ষ্ঠ পর্ব প্রকল্পের আওতাধীন ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে জোরদারকরণকৃত উপজেলাসমূহে বিদ্যমান মাতৃকেন্দ্রের সংখ্যা ১৫ টি থাকবে। নতুন কোন মাতৃকেন্দ্র গঠনের প্রয়োজন নেই।
৩. ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে দ্বৈত উপজেলাসমূহে মোট মাতৃকেন্দ্রের সংখ্যা হবে ২৫ টি
৪. (অর্থাৎ ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ১০ টি এবং ৬ষ্ঠ পর্ব প্রকল্পের বিদ্যমান ১৫ টি)।

৪. লক্ষ্যভুক্ত পরিবার ও তার কার্যাবলী :

পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রমের আওতায় পরিবার বলতে একান্নভুক্ত (একই সাথে বসবাসকারী স্বামী-স্ত্রী, সন্তান, মা-বাবা, ভাই-বোন এবং পোষ্য) পরিবারকে বুঝাবে। এ কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত প্রতিটি পরিবার নিম্নবর্ণিত কার্যাদি সম্পাদন করবে :

(১) আবাসস্থল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা;
(২) নিজস্ব জমি থাকলে সে জমিতে ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ লাগানো;
(৩) বিশুদ্ধ ও নিরাপদ পানি এবং আধুনিক পয়ঃনিষ্কাশন পদ্ধতির ব্যবহার;
(৪) স্কুলগামী ছেলেমেয়েদের স্কুলে প্রেরণ ও ঝরে পড়া রোধ;
(৫) পরিবারের সদস্য যাতে অসামাজিক কাজে জড়িয়ে না পড়ে সে জন্য ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা এবং পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ়করণ;
(৬) বয়স্ক নিরক্ষরদের স্বাক্ষরজ্ঞান লাভ;
(৭) শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং পারিবারিক স্বাস্থ্য ক্লিনিকে সেবা গ্রহণ;
(৮) এইচ.আই.ভি (এইডস) প্রতিরোধে সচেতন থাকা;
(৯) পরিবেশ দূষণ রোধে সচেতন থাকা;
(১০) যথাসময়ে শিশুদের রোগ প্রতিষেধক টিকা দানের ব্যবস্থা নেয়া;

৮/১/২০২০
বেগম ইয়াসমিন
সহকারী পরিচালক (কার্যক্রম-১)
সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা

মোহাম্মদ রফিউল ইসলাম
উপপরিচালক (কার্যক্রম-১)
সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা

পরিচালক (কার্যক্রম)
সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা।

(১১) গর্ভবতী/প্রসূতি মায়ের টিকাদানসহ যত্ন নেয়া;
(১২) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে পরিকল্পিত পরিবার গঠন;
(১৩) বাল্য বিবাহ রোধ ও বহুবিবাহ নিরুৎসাহিতকরণ;
(১৪) যৌতুক গ্রহণ ও প্রদান না করা;
(১৫) নারী নির্যাতন রোধে কার্যকর ভূমিকা পালন করা ও এসিড সন্ত্রাস সম্পর্কে সচেতন হওয়া;
(১৬) এতিম, প্রতিবন্ধী ও প্রবীণদের প্রতি যত্নবান হওয়া;
(১৭) প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন ও যোগাযোগ রক্ষা করা;
(১৮) নিয়মিত মাতৃকেন্দ্রের সভায় যোগদান;
(১৯) সেবা/উন্নয়নমূলক কাজে নেতৃত্ব সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধকরণ;
(২০) পরিবারের সকল সদস্য মিলে উন্নত পারিবারিক পরিবেশ গড়ে তোলা;
(২১) খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদনমূলক কর্মসূচিতে অংশ গ্রহণ;
(২২) সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে তোলা এবং নিয়মিত সঞ্চয় জমাকরণ;
(২৩) পরিবারের প্রত্যেক সদস্য কোনো না কোনোভাবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত থেকে পরিবারের আয় বৃদ্ধি করা; স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য সক্ষমতা অনুযায়ী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ;
(২৪) শিশু শ্রম বন্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালন ;
(২৫) সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদ ও মাদক মুক্ত পরিবার গঠন; এবং
(২৬) শিশুর জন্ম নিবন্ধন।

৫. সদস্য বাছাইকরণ ও পল্লী মাতৃকেন্দ্র গঠন:

১. মাতৃকেন্দ্র মূলত গ্রামীণ দুঃস্থ নারীদের সংগঠন।
২. প্রতিটি মাতৃকেন্দ্রভুক্ত গ্রামের 'ক' ও 'খ' শ্রেণীভুক্ত পরিবার হতে ন্যূনতম ২০ (বিশ) জন সদস্য নিয়ে মাতৃকেন্দ্র গঠন করা হবে।
৩. সরকারি বা বেসরকারী সংস্থায় কর্মরত কোন ব্যক্তি মাতৃকেন্দ্রের সদস্য হতে পারবেন না।
৪. কার্যক্রমভুক্ত এলাকায় নিয়মিত বসবাস করেন কেবল তারাই মাতৃকেন্দ্রের সদস্য হতে পারবেন।
৫. লক্ষ্যভুক্ত পরিবারের ১৪ হতে ৫০ বছর বয়স্ক নারীগণ মাতৃকেন্দ্রের সদস্য হতে পারবেন।
৬. সদস্য নির্বাচনের সময় তালাকপ্রাপ্ত, স্বামী পরিত্যক্ত ও নির্যাতিত নারীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।
৭. উক্ত গ্রামের অন্যান্য দুঃস্থ নারীদেরও পর্যায়ক্রমে এ কার্যক্রমের আওতায় আনা হবে।

৬. মাতৃকেন্দ্র পরিচালনা কমিটি গঠন:

(ক) মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিটি মাতৃকেন্দ্রের জন্য একটি পরিচালনা কমিটি গঠন করা হবে। কমিটির গঠন নিম্নরুপ :

(১)	সভানেত্রী	১ জন
(২)	সম্পাদিকা	১ জন
(৩)	সদস্য	৫ জন
	মোট =	৭ জন

৮/১/২০২০
বেগম ইয়াসমিন
সহকারী পরিচালক (কার্যক্রম-১)
সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা

মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম
উপপরিচালক (কার্যক্রম-১)
সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা

পরিচালক (কার্যক্রম)
সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা।

(খ) শর্তাবলী :

১. উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা একটি নির্দিষ্ট তারিখে ইউনিয়ন সমাজকর্মী, কারিগরী প্রশিক্ষক, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য, গ্রামের বিশিষ্ট সমাজসেবী এবং সংশ্লিষ্ট গ্রামের নারীদের সমন্বয়ে একটি সভা আহবান করবেন। উক্ত সভায় তালিকাভুক্ত সদস্যদের মধ্য হতে বাছাই প্রক্রিয়ায় মাতৃকেন্দ্র পরিচালনা কমিটি গঠন করা হবে।;

২. মাতৃকেন্দ্র পরিচালনা কমিটির সভায় সভানেত্রী এবং সম্পাদিকাসহ অধিকাংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে;

৩. মাতৃকেন্দ্র পরিচালনা কমিটি এবং ৫০ ভাগ এর অধিক সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত গৃহিত হবে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমানসংখ্যক মতামত হলে সভানেত্রী সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করবেন ; এবং

৪. কমিটির মেয়াদ হবে ০২ (দুই) বছর।

৭. সম্পাদিকা নির্বাচন:

প্রতিটি মাতৃকেন্দ্রে একজন সম্পাদিকা থাকবেন। যিনি মাতৃকেন্দ্রের সংগঠক হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনার মূল দায়িত্ব পালন করবেন। উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা প্রাথমিকভাবে সদস্যদের মধ্য হতে সম্পাদিকা হিসেবে একজনকে বাছাই করবেন এবং পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটি সম্পাদিকার চূড়ান্ত অনুমোদন দিবেন। সংশ্লিষ্ট সমাজসেবা কর্মকর্তা অনুমোদিত সম্পাদিকার তালিকা সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় পরিচালকের মাধ্যমে সদর কার্যালয়ে প্রেরণ করবেন। বরাদ্দ প্রাপ্তি অনুযায়ী প্রতি সম্পাদিকাকে মাসিক ১০০০/- (এক হাজার) নির্ধারিত সম্মানী প্রদান করা হবে। সম্পাদিকা হবেন মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম পরিচালনার মূল দায়িত্ব পালনকারী।

সম্পাদিকা নির্বাচনের ক্ষেত্রে শর্তাবলী হচ্ছে ;সম্পাদিকাকে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট গ্রামের বাসিন্দা হতে হবে ; তাকে বিবাহিত এবং সর্বাধিক দুই সন্তানের জননী হতে হবে; কারিগরী এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে ; এক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা নূন্যতম ৮ম শ্রেনী পাশ হতে হবে।

৮. মাতৃকেন্দ্রের কার্যক্রম পরিচালনার স্থান :মাতৃকেন্দ্রের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সম্ভাব্য ক্ষেত্রে পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রমের গণমিলনায়তন কেন্দ্রসমূহ ব্যবহার করা হবে। তাছাড়া সংশ্লিষ্ট মাতৃকেন্দ্রের সম্পাদিকা কিংবা সভানেত্রীর গৃহে অথবা স্থানীয় কোন গণ্যমান্য ব্যক্তির বৈঠকখানা ব্যবহার করা যাবে।

৯. আর্থ-সামাজিক স্কীম (সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম) বাস্তবায়ন :

মাতৃকেন্দ্রের লক্ষ্যভূক্ত জনগোষ্ঠির ক শ্রেণীভূক্ত দরিদ্রতম ও বিত্তহীন পরিবারের মহিলা সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ তহবিল হতে ঋণ প্রদান করা হবে। প্রতি সদস্যকে স্কীম ভেদে ১০,০০০ (দশ হাজার) হতে ৩০,০০০/-(ত্রিশ হাজার) টাকা পর্যন্ত এক বছর মেয়াদী ঋণ প্রদান করা যাবে । ঋণগ্রহনেচ্ছুক নারীদের বয়স হবে ১৮ হতে ৫০ বছর। যে সকল সদস্য মাতৃকেন্দ্রের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের সার্বিক দিকগুলো পালন করেন তাদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঋণ প্রদানের জন্য নির্বাচন করতে হবে। একজন সদস্যকে সর্বোচ্চ তিনবার ঋণ প্রদান করা যাবে। লক্ষ্যভুক্ত সকল সদস্যকে চাহিদা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির সুবিধা প্রদান করা হবে। মাতৃকেন্দ্র তহবিল গঠণের লক্ষ্যে ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে বার্ষিক শতকরা ১০ টাকা হারে সার্ভিস চার্জ আদায় করা হবে। ঋণদান কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে। এতদ্বসংশ্লিষ্ট নীতিমালা অনুমোদনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অনুমোদিত নীতিমালা যথাশীঘ্র সম্ভব প্রেরণ করা হবে।

সংশ্লিষ্ট নীতিমালা প্রেরণের পূর্ব পর্যন্ত পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটির অনুমোদনক্রমে পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে।

৮/১২/২০২০

বেগম ইয়াসমিন
সহকারী পরিচালক (কার্যক্রম-১)
সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা

৮/১২/২০২০

মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম
উপপরিচালক (কার্যক্রম-১)
সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা

পরিচালক (কার্যক্রম)
সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা।

১০. প্রশিক্ষণ:

ক) পরিবার ও সমাজ উন্নয়নে মহিলাদের অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাতৃকেন্দ্রের সকল সদস্যদের দলীয় সভার মাধ্যমে অক্ষর জ্ঞান, পারিবারিক আইন, মা ও শিশু যত্ন, টিকা দান, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, সুষম খাদ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, বিশুদ্ধ ও নিরাপদ পানি এবং আধুনিক পয়ঃনিষ্কাশন পদ্ধতির ব্যবহার, জ্বালানী সাশ্রয় চুলা ও সৌরশক্তির ব্যবহার, সামাজিক বনায়নের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান দেয়া হবে এবং এ সকল ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি সংস্থার প্রয়োজনীয় সহযোগিতা নেয়া হবে।

খ) মাতৃকেন্দ্রের সম্পাদিকা ও সদস্যদের প্রশিক্ষণ: মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম সুস্ঠু বাস্তবায়নের জন্য মা ওশিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা,পুষ্টি,দলীয় ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা,ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনা এবং নেতৃত্ব দেয়ার উপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে স্থানীয় বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

বরাদ্দ প্রাপ্তি অনুযায়ী যথাসময়ে সদর দফতর কর্তৃক প্রশিক্ষণ ক্যারিকুলাম প্রেরণ করা হবে।

১১. সঞ্চয় সংরক্ষণ ও ব্যবহার :

মাতৃকেন্দ্রের তালিকাভুক্ত সদস্যদের সঞ্চয়ী মনোবৃত্তি গড়ে তোলা এবং তাদের ব্যক্তিগত মূলধন সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রত্যেক সদস্য তার আয় হতে প্রতিমাসে কমপক্ষে ১০০/-(একশত) টাকা মাতৃকেন্দ্রের সঞ্চয়ী ব্যাংক হিসাবে জমা করবেন। এই অর্থ প্রত্যেক সদস্যের ব্যক্তিগত মূলধন হিসেবে গণ্য হবে । যে কোন সদস্য তার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে আবেদনপূর্বক এবং উপজেলা পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটির অনুমোদনক্রমে সঞ্চয়ের অর্থ ফেরত নিতে পারবেন। কোন সদস্যের মৃত্যু হলে তাঁর জমাকৃত সঞ্চয় ও লভ্যাংশ তার উত্তরাধিকারীগণ আইন অনুযায়ী প্রাপ্য হবেন।

১২. পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া :

বিদ্যমান পল্লী সমাজসেবা কর্মসূচির স্থায়ী অবকাঠামোর দ্বারা পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম বাস্তবায়ন হবে । সংশ্লিষ্ট উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও তদারকীর সার্বিক দায়িত্ব পালন করবেন।ফিল্ড সুপারভাইজার, ইউনিয়ন সমাজকর্মী ও কারিগরী প্রশিক্ষক পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিয়োজিত থাকবেন।

====

৬/১/2020

বেগম ইয়াসমিন
সহকারী পরিচালক (কার্যক্রম-১)
সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা

মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম
উপপরিচালক (কার্যক্রম-১)
সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা

পরিচালক (কার্যক্রম)
সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা